ঢের বেশী তা বোঝা তোমার পক্ষে সম্ভব নয়। মধু would appreciate me.

দেবকী। যান—ভারি অসভ্য আপনি!

জ্ঞানেন্দ্র। হায়, সত্যিই যদি অসভ্য হতাম! এই সুসভ্য খৃষ্টান-ধর্ম্মের মহা একটা দোষ কি জান?

দেবকী। কি?

জ্ঞানেন্দ্র। এতে বহু-বিবাহ করতে দেয় না!

দেবকী। কেন, দিলে কি করতেন আপনি? বহু বিবাহ করতেন?

জ্ঞানেন্দ্র। বহু না করি—অন্তত আর একটা ত করতামই। মধুকে তাহলে কি ঘেঁষতে দিই তোমার কাছে!

দেবকী। যান—ভারি অসভ্য আপনি! এই নিন্ আপনার টাকা চাই না!

টাকা ফেলিয়া দিয়া চলিয়া গেলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁহার সহিত মধুসূদন আসিয়া প্রবেশ করিলেন। কৃষ্ণমোহন পাদ্‌রির পোষাক পরিয়া রহিয়াছেন। মধুসূদনের অঙ্গে কিন্তু অতিশয় চটকদার পরিচ্ছদ। সাদা সিল্কের কাবা—তদুপরি নানা কারুকার্য্যমণ্ডিত রঙীন শালের রুমাল। মাথায় উকিলদের ন্যায় শালের পাগড়ি। শালের রুমাল ও শালের পাগড়ি—বহুবর্ণ বিচিত্রিত। নানা রঙ্গে ইন্দ্রধনুকেও পরাজিত করিয়াছে।

কৃষ্ণমোহন। (সহাস্যে) দেখ, মধুর কীর্ত্তি দেখ!

জ্ঞানেন্দ্র। (সবিস্ময়ে) হঠাৎ এ বেশ কেন ! What is this ?

মধু। (সগর্ব্বে) Why this is our own national dress ! আমাদের দেশের ভদ্রলোকেরা এই পোষাকই পরে। আমাকে collegiate costume যদি পরতে না দেওয়া হয়—I must put on our own dress. I think there is no harm in it.

কৃষ্ণমোহন। There is much harm. College is not the place for displaying your fancy dress.

জ্ঞানেন্দ্র। ব্যাপার কি !

কৃষ্ণমোহন। ও কিছু নয়—ব্যাপার মিটে গেছে। It is one of his whims—আর কি ! (হাসিলেন) মধু ব'স—চা খেয়ে যেও। আমি কাপড় ছেড়ে আসছি।

চলিয়া গেলেন

জ্ঞানেন্দ্র। (স-প্রশ্ন দৃষ্টিতে চাহিয়া) Well, what's the matter ?

মধু। Look at the cheek of Dr. Whithers—our Principal ! বলে কিনা তুমি নেটিব ক্রিশ্চান তুমি কালো ক্যাসক্ অর্থাৎ European collegiate costume পরে আসতে পাবে না—তোমাকে সাদা ক্যাসক্ পরতে হবে ! Damn it. I told him straight that either you allow me to put on the collegiate costume or I shall put on my own national dress. I won't be treated shabbily. I don't care for the rules of this Bishop's College !

জ্ঞানেন্দ্র। Right you are—তুমি এই পোষাকেই কলেজে গেছলে নাকি আজ ?

মধু। Oh yes and there was a sensation !

জ্ঞানেন্দ্র। Very interesting—কি হল শেষ পর্য্যন্ত ?

মধু। I think the authorities had to yield. Collegiate costume পরতে দিতে রাজী হতে হয়েছে !

জ্ঞানেন্দ্র। (মধুর পিঠ চাপড়াইয়া) বাঃ—এইত চাই !

দেবকীর প্রবেশ

দেবকী। ভেতরেই চা দেওয়া হয়েছে—মা আপনাদের আসতে বললেন।

জ্ঞানেন্দ্র। এই যে ঠিক সময়ে এসে পড়েছ দেখছি। রাজপুত্র ! দেখছ কি ? রূপকথার real রাজপুত্র এসে হাজির হয়ে গেছে ! (মধুর প্রতি) পক্ষীরাজটা কোথা রেখে এলে বন্ধু !

মধু। (সবিস্ময়ে) রেখে আবার আসব কোথায় ! পক্ষীরাজ কি আস্তাবলে থাকে না কি ! সে থাকে এইখানে- -(বুকে টোকা দিলেন) whether পক্ষীরাজ is carrying me or I am carrying পক্ষীরাজ that is a problem, indeed.

জ্ঞানেন্দ্র। সাধু, সাধু,—তোমরা নিভৃতে তাহলে একটু বিশ্রম্ভালাপ কর—আমি অপসৃত হয়ে পড়ি। ওখানে ত বিশেষ সুবিধে হবে না।

হাসিয়া প্রস্থান করিলেন

মধু। কেমন দেখাচ্ছে বল ত আমাকে এই পোষাকে !

দেবকী। সুন্দর মানিয়েছে—সত্যি রাজপুত্রের মতই দেখাচ্ছে।

মধু। I wonder when my princess will awake !

দেবকী। শিগ্‌গির চল—ভারি লজ্জা করছে আমার—

মধু। তোমার লজ্জা লজ্জা মুখখানি ভারি সুন্দর দেখায়। আজ

কুমারস্বামীর কাছে কালিদাসের 'মেঘদূত' পড়ছিলাম। তোমাকে দেখে তার দু' লাইন মনে হচ্ছে—

তন্বী শ্যামা শিখরিদশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী
মধ্যে ক্ষামা চকিতহরিণী-প্রেক্ষণা নিম্ননাভিঃ
শ্রোণীভারাদলসগমনা স্তোকনম্রা স্তনাভ্যাং

দেবকী। (হাসিয়া) আমি চললাম তাহলে !

মধু। না, যেও না—শোন তোমার বাবা মা আমাদের বিয়ের সম্বন্ধে কি ঠিক করলেন তাত এখনও জানতে পারলাম না কিছু।

দেবকী। (মুচকি হাসিয়া) শুনলাম তুমি কায়স্থ বলে মা আপত্তি করছেন।

মধু। What ! কায়স্থ ! I am no more কায়স্থ now than she is Brahmin. We are all Christians—sailing on the same boat ! Are we not ?

দেবকী। মা ভয়ানক গোঁড়া যে !

মধু। But this won't do—I must have you. I must speak to Rev. Banerjee to-day.

দেবকী। না—আজ ওসব ব'লো না বাবাকে আমার সামনে—অন্য সময় ব'লো—ভারি লজ্জা করবে আমার ! তুমি এস—আমি চল্লাম—

চলিয়া গেলেন

মধু। শোন—শোন—দেবকী একটা কথা।

দেবকী। (নেপথ্য হইতে) এখন নয়—পরে। তুমি এসো—

ক্ষুব্ধ মধু দেবকীর অনুসরণ করিতে যাইবেন এমন সময়ে গৌরদাস বসাক আসিয়া প্রবেশ করিলেন।

মধু। Hallo—গৌর—হঠাৎ এ সময় !

গৌর। I hope you will excuse this intrusion into your Heaven, my friend কলেজে গিয়ে তোমার খোঁজ না পেয়ে

শেষে এখানে এলাম—শুনলাম তুমি রেভারেণ্ড ব্যানার্জ্জির সঙ্গে এই-দিকেই এসেছ। I hope I am not unwelcome.

মধু। You are always welcome, Gour.

গৌর। কিন্তু তোমার একি বেশ! এই পোষাকেই কলেজে যাও নাকি আজকাল? অথবা দেবী আরাধনার জন্যে এই বৈচিত্র্য!

মধু। Leave my dress alone—সে অনেক কথা—পরে বলব। বাড়ীর খবর কি? খিদিরপুরে গিয়েছিলে আর?

গৌর। হাঁ—প্রায়ই যাই। তোমার বাবা আবার বিয়ে করেছেন শুনেছ ত?

মধু। শুনেছি। মা কেমন আছেন?

গৌর। Need you ask that? তিনি বেঁচে আছেন এই পর্য্যন্ত! মায়ের কথা থাক এখন—তোমার এদিককার খবর কি! Are you seriously in love with Miss Banerjee? Are you going to marry her?

মধু। I don't know whether I am seriously in love with her. But I want to marry her—she is a cultured girl—fit to be my companion.

গৌর। Are you not sure about your love?

মধু। I am not sure about anything now—Gour; আমি আমার মনের অবস্থাটা ঠিক বোঝাতে পারব না ভাই তোকে। (সহসা তাহার দুইটি হাত ধরিয়া) ভাই গৌর, বলতে পারিস কি করলে শান্তি পাওয়া যায়! আমার মনে শান্তি নেই—রাত্রে ঘুম হয় না আমার। These rascals are treating me shabbily—বিলেত নিয়ে যাবে আশা দিয়েছিল—but now they are very cold about it—I

have practically given up all hopes. But go to England I must.

গৌর। খৃষ্টান হয়ে লাভ হয়েছে বল।

মধু। লাভ যে হয় নি তা নয়—I have come in contact with eminent scholars—I am studying Greek, Latin and Sanskrit—কিন্তু শান্তি নেই আমার—রাত্রে ঘুম হয় না। বিসর্জ্জনের বাজনা শুনে সেদিন আমার চোখে জল এসে গেছল ভাই! আবার হিন্দু হওয়া যায় না! Is there no respectable way? প্রায়শ্চিত্ত আমি করব না! That's a degrading process.

গৌর। ওসব কথা ভেবে এখন আর লাভ নেই।

মধু। I know.

খানসামা জাতীয় একটি ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য। হুজুর, চা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে—সাহেব ডাকছেন—

মধু। হাঁ যাচ্ছি—যাও তুমি—

ভৃত্য চলিয়া গেল

গৌর। তাহলে তুমি যাও—আমি আর একদিন আসব!

মধু। আসিস্—নিশ্চয় আসিস—please don't forget.

গৌর। আসব! যাই এখন—Good Bye (মুচকি হাসিয়া) Wish you all success with Miss. Banerjee.

সাহেবী কায়দায় করমর্দ্দন করিয়া গৌরদাস বিদায় লইতেছিলেন—এমন সময় মধুসূদন তাহাকে আবার ডাকিলেন

মধু। গৌর—শোন ভাই।

গৌর। (ফিরিয়া আসিয়া) কি?

মধু। তুই মাকে একটু দেখিস ভাই—বুঝিয়ে বলিস—যাস্ মাঝে মাঝে—বুঝলি ?

গৌর। আচ্ছা—

গৌরদাস চলিয়া গেলেন। মধুসূদন তাঁহার প্রস্থানপথের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

অষ্টম দৃশ্য

রাজনারায়ণ দত্তের বাড়ীর বৈঠকখানা। বৈঠকখানা-গৃহের প্রকাণ্ড মেজেতে বিস্তৃত ফরাস বিছানো। বাঈনাচ হইতেছে। দত্ত মহাশয় তাকিয়া ঠেস দিয়া আলবোলার নল হস্তে বসিয়া রহিয়াছেন। সুরাপানের সমস্ত সরঞ্জাম ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকও রহিয়াছেন। আতর-দান, গোলাপ-পাশ, পানের বাটা প্রভৃতি আনুষঙ্গিক সমস্ত জিনিষই বর্ত্তমান। একজন মুসলমান বাঈজি গান গাহিতেছে এবং তাহার সঙ্গে একজন সারেঙ্গি ও দুইজন তবল্‌চি বাজাইতেছে। বাঈজি নৃত্যসহযোগে একটি উর্দ্দু গান গাহিতেছে। গান খুব জমিয়া উঠিয়াছে। 'কেয়াবৎ', 'বাহবা' প্রভৃতি উৎসাহবাণী দ্বারা সকলেই গায়িকাকে সম্বর্দ্ধিত করিতেছেন। দত্ত মহাশয় বসিয়া রহিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার তাদৃশ উৎসাহ দেখা যাইতেছে না। তিনি মধ্যে মধ্যে মদ্যপান করিতেছেন ও চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। কিছুক্ষণ নাচ গান হইবার পর গায়িকা উপবেশন করিল। দুই-একজন তাহাকে রুমালে টাকা বাঁধিয়া 'পালা' দিলেন

১ম ভদ্রলোক। (এক পাত্র পান করিয়া) যাই বল দাদা, এর কাছে

থিয়েটার ফিয়েটার কিছু লাগে না—যদিও আজকাল থিয়েটার একটা ফ্যাসান বটে।

২য় ভদ্রলোক। হ্যাঃ—কিসে আর কিসে!

রাজনারায়ণ। আমার ত এই বেশী ভাল লাগে!

১ম ভদ্রলোক। এতে একটা সত্যিকারের খাঁটি প্রাণ রয়েছে—নকল কিছু নেই। আর থিয়েটারের হ'ল সবটাই নকল। থিয়েটারের চেয়ে কবির লড়াই ঢের ভাল। দাশু রায় মাৎ করে দেয়।

তৃতীয় ভদ্রলোক। তা ছাড়া আমাদের ভাল নাটক কোথা! সুঁড়োর বাগানে সেবার প্রসন্ন ঠাকুর থিয়েটার করালেন—নাটক উত্তররামচরিত—অনুবাদ করেছেন শুনলাম কে এক উইলসন সায়েব!

২য় ভদ্রলোক। সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ করলে সায়েবে—তার অভিনয় হল সুঁড়োতে—হা—হা—হা—

রাজনারায়ণ। কিন্তু সায়েবদের নিজেদের যে থিয়েটারটা আছে সেটা ভাল।

১ম ভদ্রলোক। হতে পারে ভাল, কিন্তু ওসব ইংরিজি মিংরিজি শুনে তেমন জুৎ হয় না ভায়া। অর্থাৎ ঠিক কি রকম জান? অপরকে দিয়ে পিঠ চুলকিয়ে নেওয়ার মত, অর্থাৎ সে যদি ঠিক জায়গাটাতে চুল্‌কোতে না পারে সে যেমন একটা অস্বস্তি হয়, এ অনেকটা তাই—সেজেগুজে সব আসছে যাচ্ছে হাত-পা নাড়ছে—বোঝা যাচ্ছে না অথচ কিছুই! ও আমাদের পোষায় না।

তৃতীয় ভদ্রলোক। যাক—আর বাজে কথায় কাজ কি! বিবিজান, তুমি আর একটা সুরু কর। কি বলেন দত্তমশায়?

রাজনারায়ণ। বেশ ত—হোক না আর একখানা—

দত্ত মহাশয় আর এক পাত্র পান করিলেন। সারেঙ্গীবাদক ও তবল্‌চি সুর মিলাইতে লাগিল। বাঈজী অঙ্গভঙ্গীসহকারে গান ধরিয়াছে, ঠিক এমন সময়ে অন্তঃপুর হইতে সবেগে রঘু নামক ভৃত্যটি আসিয়া প্রবেশ করিল।

রঘু। বাবু, শিগ্‌গির ভেতরে চলুন—মা মূর্চ্ছা গেছেন!

রাজনারায়ণ। কে, বড় বউ?

রঘু। আজ্ঞে হ্যাঁ।

রাজনারায়ণ। কি হ'ল আবার! যা—আমি আসছি। (অতিথিগণের প্রতি) আপনারা তাহ'লে বসুন একটু—আমি আসছি এখনি।

আর এক পাত্র মদ্যপান করিলেন। বাড়ীর ভিতর হইতে শশব্যস্তে আর এক ব্যক্তি আসিয়া প্রবেশ করিলেন। ইনি একজন দূর সম্পর্কের আত্মীয়।

এ কি তুমি কখন এলে!

আত্মীয়। খানিকক্ষণ হ'ল এসেছি—আপনি একবার চলুন ভেতরে মধুর মা অজ্ঞান হয়ে পড়েছে।

রাজনারায়ণ। এ ত একটা নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়াল দেখছি।

রাজনারায়ণ ও দুর সম্পর্কের আত্মীয়টি ভিতরের দিকে চলিয়া গেলেন

১ম ভদ্রলোক। এঃ—এ ত ভারি রসভঙ্গ হ'ল হে!

২য় ভদ্রলোক। অসুখের ওপর ত আর হাত নেই।

তৃতীয় ভদ্রলোক। রাজনারায়ণবাবু কেমন মন-মরা হয়ে আছেন দেখেছ? এমন একটা মাইফেলি লোক, কেমন যেন হয়ে গেছেন?

২য় ভদ্রলোক। মদের মাত্রাটাও বাড়িয়েছেন—

১ম ভদ্রলোক। বাড়াবে না—বল কি! একমাত্র ছেলে খৃষ্টান হয়ে গেল! ছেলে ব'লে ছেলে—ছেলের মত ছেলে! ছেলে হবার আশায় আরও দু-দুবার বিয়ে করলেন, কিন্তু সেদিকেও ত বিশেষ আশাভরসা দেখা যাচ্ছে না। সুতরাং মদের মাত্রা বাড়বে বই কি!

তৃতীয় ভদ্রলোক। শুনেছি নাকি ওঁর প্রথম স্ত্রী অভিশাপ দিয়েছেন যে, যতই না কেন উনি বিয়ে করুন, ছেলে আর হবে না ওঁর।

২য় ভদ্রলোক। ওসব বাজে কথা! (মদ্যপান) তুমি থামলে কেন বিবিজান—চলুক না ততক্ষণ—বাবুজি আসছেন এখুনি।

বাঈজি আবার গান সুরু করিতে যাইতেছে এমন সময় রঘু আসিয়া প্রবেশ করিল

রঘু। বাবু এখন গান বাজনা বন্ধ রাখতে বললেন—অসুখ খুব বাড়াবাড়ি।

১ম ভদ্রলোক। তাই না কি!

২য় ভদ্রলোক। তাহলে ত উঠতে হয়।

তৃতীয় ভদ্রলোক। এঃ—এমন আসরটা মাটি হ'ল!

১ম ভদ্রলোক। (বাঈজীর প্রতি) আর একদিন হবে, আজ চললাম তাহলে। আদাব!

বাঈজি। আদাব—

প্রথমে ভদ্রলোকগণ চলিয়া গেলেন। যাইবার পূর্ব্বে সকলেই বাঈজীর নিকট বিদায় লইয়া গেলেন। ভদ্রলোকগণ চলিয়া গেলে বাঈজিও সদলবলে প্রস্থান করিলেন। রঘু জিনিষপত্র সরাইয়া গুছাইয়া রাখিতে লাগিল। একটু পরেই রাজনারায়ণবাবু ও সেই আত্মীয়টি আসিয়া প্রবেশ করিলেন

রাজনারায়ণ। মূর্চ্ছা ত ভেঙে গেল—এদের না যেতে বললেই হ'ত! হ্যাঁ, মধুর কথা কি বলছিলে তুমি? ওরে তামাক দে—

রঘু আলবোলাটা আগাইয়া দিয়া চলিয়া গেল। রাজনারায়ণবাবু তাকিয়া ঠেস দিয়া বসিতেই আত্মীয়টিও অদূরে উপবেশন করিলেন

আত্মীয়। মধুর সম্বন্ধে যে সব কথা শুনি—তাতে লজ্জায় মাথাকাটা যায়! ওকে আপনার একটু সাবধান করা দরকার।

রাজনারায়ণ। কি শোন তার সম্বন্ধে?

আত্মীয়। সে সব এমন কথা যে উচ্চারণ করাই শক্ত!

রাজনারায়ণ। যে কথা উচ্চারণই করতে পারবে না সে কথা বলতে এসেছ কেন?

আত্মীয়। মানে, উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠেছে আর কি!

রাজনারায়ণ। সে ত আর নতুন কথা নয়—ও ত চিরকালই উচ্ছৃঙ্খল—এটা উচ্ছৃঙ্খলতারই যুগ।

আত্মীয়। তবু সব জিনিষেরই একটা সীমা থাকা দরকার ত—

রাজনারায়ণ। উচ্ছৃঙ্খলতা জিনিষটা আপনিই কিছুদিন পরে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে! ও নিয়ে বেশী হৈ চৈ করাটা বোকামি!

আত্মীয়। তবু—

রাজনারায়ণ। (একটু বিরক্তভাবে) এ নিয়ে তোমার এত শিরঃপীড়া কেন?

আত্মীয়। আমাদের ত শুনতে হয়—লোকের মুখ ত বন্ধ করা যায় না।

রাজনারায়ণ। নিজের কান বন্ধ করলেই পার—কানে তুলো দিয়ে থাকলেই হয়! আমাকে এসে বলছ কেন? আমি কি করতে পারি!

আত্মীয়। বাঃ—আপনি না পারলে আর পারবে কে?

রাজনারায়ণ। না, আমি পারব না। আমি নিজের জ্বালাতেই অস্থির। তার ওপর তোমরা যদি পাঁচজনে এসে আমাকে বিরক্ত করতে থাক, তাহ'লে ত পাগল হয়ে যাব আমি।

আত্মীয়। কি মুস্কিল! আপনাকে বিরক্ত করাই কি আমার উদ্দেশ্য না কি! মধুর সম্বন্ধে নানারকম কুৎসিত জিনিষ শুনছি, সেটা আপনাকে জানানো কর্ত্তব্য মনে করি। মধু যে এসব ক'রে বেড়াচ্ছে—সে ত আপনার অর্থেই!

রাজনারায়ণ। (স-ক্রোধে) হ্যাঁ হ্যাঁ, আমার অর্থেই! আমার টাকা আছে আমার ছেলেকে তা যত খুশী দেব এবং সে যেমন খুশী তা খরচ করবে! তোমার তাতে কি?

আত্মীয়। (সক্ষোভে) আমার কিছুই নয়—আপনাদেরই ভালর জন্যে বলা!

রাজনারায়ণ। না, আমার ভাল করতে হবে না তোমাকে—এ রকম হিতৈষণা বরদাস্ত হবে না আমার। ও নিয়ে আর কোন কথা ব'লো না আমাকে!

আত্মীয়। (এইবার একটু চটিয়াছিলেন) সমাজে থাকতে গেলে এসব শুনতে হবে বই কি। তাছাড়া, আর একটা কথাও আপনাকে জানানো দরকার। মধু খৃষ্টান হয়ে গেছে, কিন্তু তবু না কি সে বাড়ীতে যাতায়াত করে—আপনাদের সঙ্গে একই বাসনপত্রে খাওয়া দাওয়া সবই চলে—এ নিয়ে অনেকে—

এইবার রাজনারায়ণের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল

রাজনারায়ণ। তোমার আস্পর্দ্ধা ত কম নয় হে! বাড়ীচড়াও হয়ে উপদেশ দিতে এসেছ! আমার ছেলে আমার বাড়ীতে খাওয়া দাওয়া করবে না ত কার বাড়ীতে করবে? এ নিয়ে কে কি বলছে, তা নিয়ে দুশ্চিন্তা করবার অবসর আমার নেই! তাছাড়া দুশ্চিন্তা বা কিসের? এই লক্ষ্মীছাড়া সমাজের মেরুদণ্ড ব'লে কিছু আছে নাকি! যার টাকা তারই সমাজ। টাকা সম্প্রতি আমার যথেষ্ট আছে, সুতরাং কোন ব্যাটারাই তোয়াক্কা করি না আমি। যাও—তুমি আমায় বিরক্ত ক'রো না!

আত্মীয়। না, বিরক্ত করব কেন? পাঁচজনে পাঁচকথা বলছে তাই আপনাকে জানিয়ে গেলাম। আপনার ভাল যদি না লাগে আমি আর কি করব বলুন। সত্য সর্ব্বদাই অপ্রিয়—

রাজনারায়ণ। এ ছাড়া তোমার আর যদি কোন বক্তব্য না থাকে—তুমি যেতে পার।

আত্মীয়। (উঠিয়া দাঁড়াইলেন) হ্যাঁ, যাব বই কি—আপনার বাড়ীতে থাকতে আমি আসি নি—থাকবার প্রবৃত্তিও নেই।

সক্রোধে বাহির হইয়া গেলেন। রাজনারায়ণ ক্ষুব্ধ চিন্তিতমুখে আলবোলায় টান দিতে লাগিলেন। একটু পরেই মধুসূদন আসিয়া প্রবেশ করিলেন। সাহেবী পোষাক। ফ্রক কোট্—বিভার হ্যাট্……মুখে চুরুট

মধু। Good evening, father. How do you do ?

রাজনারায়ণ দুই তিনবার তাঁহাকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিলেন—তাহার পর বলিলেন

রাজনারায়ণ। মধু, শুন্‌ছি তুমি আজকাল বড় বাড়াবাড়ি সুরু করেছ ?

মধু। (সবিস্ময়ে) বাড়াবাড়ি ! What do you mean ?

রাজনারায়ণ। (সজোরে) I mean বাড়াবাড়ি—বাঙলা ভুলে গেছ না কি !

মধু। Excuse me—বুঝতে পারছি না ঠিক।

রাজনারায়ণ। তা পারবে কেন ! অথচ তোমার উচ্ছৃঙ্খলতার নালিশ শুনতে শুনতে আমার কান ঝালপালা হয়ে গেল !

মধু। উচ্ছৃঙ্খলতা ! Well, I have done nothing unusual recently—আমি মদ খাই—সে আপনি জানেন। পোষাক-পরিচ্ছদ বিষয়েও হয় ত আমার একটু বাড়াবাড়ি আছে, I prefer to be clad like a gentleman. I spend a penny too much perhaps on dress ! এর বেশী ত আর কিছু করি না !

রাজনারায়ণ। তবে তোমার নামে আত্মীয়স্বজনেরা নানা কথা বলে কেন ?

মধু। Because they are heathen rascals.

এই কথায় রাজনারায়ণ ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন

রাজনারায়ণ। Heathen rascals !—খৃষ্টান হয়ে যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে ত দেখছি ! Don't you know, you swine, that all your Christian glare has been bought by money earned by your heathen father ?

মধু। (অপ্রতিভ হইয়া) I am sorry father—I withdraw it.

রাজনারায়ণ। Withdraw it! এসো না আর এ বাড়ীতে। তোমার টাকা—the only tie between you and me now—I shall send—আস কেন এখানে ?

মধু। আসি মাকে দেখতে।

রাজনারায়ণ। যখন খৃষ্টানই হয়ে যেতে পেরেছ, তখন মায়ের প্রতি অত টান কেন ? She is heathen too!

মধু। আমি ছাড়া এখন যে আর মায়ের কেউ নেই—

রাজনারায়ণ। তার মানে ?

মধু। তার মানে তঁ আপনার জানা উচিত। শুনলাম আপনি আবার নাকি বিয়ে করবার আয়োজন করছেন!

রাজনারায়ণ। নিশ্চয়। বিয়ে আমি ক্রমাগত করে যাব যতক্ষণ না আমার আবার ছেলে হয়!

মধু। কেন, আমি কি আপনার ছেলে নই!

রাজনারায়ণ। ছেলে ছিলে, কিন্তু এখন তুমি আমার কেউ নও। A Christian son is no good to a Hindu father—a heathen father!

রঘুর পুনঃ প্রবেশ

রঘু। মা আবার কেমন যেন নেতিয়ে পড়েছেন!

মধু। কি হয়েছে মায়ের ?

রাজনারায়ণ। তুই যা—যাচ্ছি আমি।

রঘুর প্রস্থান

মধু। কি হয়েছে মায়ের ?

ভিতরের দিকে যাইতে উদ্যত

রাজনারায়ণ। You need not be anxious for a heathen woman.

তাহার পথ রোধ করিলেন

মধু। আমাকে যেতে দেবেন না ভেতরে ?

রাজনারায়ণ। না।

মধু। যেতে দিন আমাকে—

রাজনারায়ণ। (চীৎকার করিয়া) না—না—না—যেতে দেব না ! Out you go—there's the door.

দ্বারের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া ভিতরের দিকে চলিয়া গেলেন। মধু স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন